দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ২৭ FEB 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

স্মৃতির কঙ্কাল ডাকসু

২০ পৃষ্ঠার পর

শাসনামলে এবং স্বাধীন বাংলাদেশে জিয়াউর রহমান ও এইচ এম এরশাদের সরকারের সময়ে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ১৯৯০ সালে দেশের গণতান্ত্রিক যাত্রা শুরুর পর থেকেই নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি এবং মাঝে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার, কেউই ডাকসু নির্বাচন আয়োজন করেনি। ছাত্ররা আন্দোলন করে দেশে গণতন্ত্র এনেছেন, কিন্তু তাদের গণতন্ত্র চর্চার সবচেয়ে বড় প্লাটফর্মটিই হারিয়ে বসেছেন। গণতান্ত্রিকভাবে সর্বজনীন নেতা নির্বাচনের সুযোগ হারিয়েছেন। বর্তমানে ছাত্ররা ডাকসু ও হল সংসদ বাবদ ফি পরিশোধ করছেন কিন্তু তাতে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত রয়েছেন।

সম্প্রতি জাতীয় সংসদে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ডাকসুসহ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদগুলোর নির্বাচন না হওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাহসের অভাবকে দায়ী করেছেন। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছে, ডাকসু নির্বাচন আয়োজনে সদিচ্ছার অভাব নেই। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক কিছু বাধা রয়েছে। নিরবচ্ছিন্নভাবে ক্লাস-পরীক্ষা আয়োজনে বাধা এবং সেশনজট তৈরির শঙ্কা দূর হলেই এ নির্বাচন আয়োজন করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ডাকসু নির্বাচন আয়োজনের ব্যাপারে আমাদের আন্তরিকতার ঘাটতি নেই। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

ডাকসুর সাবেক নেতারা বলছেন, দেশে জাতীয় নেতৃত্ব তৈরির আতুড়ঘর ডাকসু। সেই সংগঠনের নির্বাচন না হওয়া মানে ভবিষ্যতে যোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্ব তৈরির পথ অনেকটাই বন্ধ হয়ে যাওয়া। কেননা ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতাদের গ্রহণযোগ্যতা সবার কাছে সমান নয়, আবার শিক্ষার্থীদের সমর্থনও তাদের লাগে না। তাই স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীদের অধিকারের চেয়ে দলীয় স্বার্থ রক্ষাই তাদের কাছে গুরুত্ব পায়। অন্যদিকে ডাকসুর নেতাদের শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ সমর্থন দরকার হয়। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংযোগ ও সম্প্রীতি বাড়ে। ছাত্র অধিকার নিয়ে জবাবদিহিতার সুযোগ তৈরি হয়। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের হয়ে প্রশাসনের সঙ্গে দরকষাকষির পাশাপাশি যোগাযোগের সেতুবন্ধনও রচিত হয়। তারা বলছেন, নির্বাচন না হওয়ায় একদিকে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে, অন্যদিকে জাতি দেশপ্রেমিক ও যোগ্য নেতা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এটি দুর্ভাগ্যজনক। সরকারের উচিত যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচনের আয়োজন করা।

সাবেক ছাত্রনেতা ও সমসাময়িক রাজনীতির বিশ্লেষক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেছেন, ক্ষমতাসীন দলগুলো তাদের ছাত্রসংগঠনগুলোর প্রতি আস্থা-ভরসা রাখতে পারছে না বলেই ছাত্র সংসদ নির্বাচন দিচ্ছে না। ৯০'র গণঅভ্যুত্থানে শাসকের পরিবর্তন ঘটলেও তখন রাজনীতিতে যে দৃষ্টক্ষত তৈরি হয় তা আর দূর করা যায়নি। একশ্রেণীর রাজনীতিকদের স্বার্থান্ধতা ও অপরাজনীতি জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিকে যেমনি দূষিত করেছে, তেমনি ক্যাম্পাস রাজনীতিকেও নষ্ট করেছে। দীর্ঘদিনের অচলাবস্থার কারণে এখন ডাকসু নির্বাচন আয়োজন করাটা আগের মত সহজ হবে না। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে আন্তরিকতা ও সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

যে কারণে হচ্ছে না ডাকসু নির্বাচন

ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, ছাত্র ইউনিয়ন, জাসদ ছাত্রলীগ ও ছাত্র ফেডারেশনের কয়েকজন সাবেক নেতার সঙ্গে আলোচনায় জানা যায়, ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সাধারণত সরকার-সমর্থকরা ভোটের মাধ্যমে জেতেন না। ডাকসুর ইতিহাসে এমন নজির নেই। ১৯৭০ সালের ডাকসু নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগের সহযোগী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ডাকসু নির্বাচনে জয় পায়নি। ১৯৭২-৭৯ সময়কালে ডাকসুর সহসভাপতি (ভিপি) ও সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে দায়িত্ব পালন করেন ছাত্র ইউনিয়নের মোজাহিদুল ইসলাম সেলিম ও মাহবুব জামান। ১৯৭৩ সালের নির্বাচন ভন্ডুল হয়ে গিয়েছিল। ১৯৭৯, ১৯৮০ ও ১৯৮২ সালে ডাকসু নির্বাচন হয়েছিল। প্রথম ২ নির্বাচনে যথাক্রমে জাসদ-ছাত্রলীগের এবং বাসদ-ছাত্রলীগের প্রার্থী হয়ে সহসভাপতি (ভিপি) ও সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে জিতেছিলেন মাহমুদুর রহমান মান্না ও আখতারুজ্জামান। ১৯৮২ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে ১৯৮৯ পর্যন্ত ভিপি ও জিএস পদে যথাক্রমে দায়িত্ব পালন করেন আখতারুজ্জামান ও জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু। ১৯৮৯-৯০ সেশনে দায়িত্ব পালন করেন সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ এবং মুশতাক আহমেদ। ১৯৯০ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে ১৯৯০-৯১ সেশনের জন্য ভিপি ও জিএস পদে যথাক্রমে নির্বাচিত হন ছাত্রদলের আমানউল্লাহ আমান ও খায়রুল কবির খোকন। এরপর আর ডাকসু নির্বাচন হয়নি।

এ প্রসঙ্গে ডাকসুর সাবেক ভিপি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি ও বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন বলেন, ডাকসু নির্বাচন না হওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও বড় ছাত্র সংগঠনগুলো দায়ী। ছাত্র সংগঠনগুলো গঠনমূলক রাজনীতি করতে পারছে না বলে নির্বাচন আয়োজনের পথ তৈরিতে ব্যর্থ হচ্ছে। সাধারণ ছাত্ররাও নিজেদের অধিকার রক্ষা করতে পারছে না। যেখানে জনগণ ভোটের অধিকারের জন্য রক্ত দিচ্ছে, সেখানে ছাত্ররা নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে জোরালো দাবি পর্যন্ত তুলতে পারছে না। আমরা সামরিক শাসনের সময় এ দাবি আদায় করতে পেরেছি। এখন গণতান্ত্রিক শাসনামলে তারা কেন পারবে না? তিনি বলেন, শুধু কথার মারপ্যাঁচে সময় পার কাম্য নয়। প্রশাসনের সদিচ্ছা ও বড় ছাত্র সংগঠনগুলোর সত্যিকারের উদ্যোগ গ্রহণ করলেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে।

কেন দরকার ডাকসু

বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩ অনুযায়ী সিনেটের ১০৪ সদস্যের মধ্যে ৫ জন থাকবে ছাত্র প্রতিনিধি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ফোরামে ছাত্র স্বার্থ সংরক্ষণে ভূমিকা পালন করতেন এই ছাত্র প্রতিনিধিরাই। ডাকসু নির্বাচন নেই বলে এই নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধিও নেই। ফলে ছাত্রদের অনেক দাবি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অজানাই থেকে যাচ্ছে, আবার অনেক দাবি বাস্তবায়ন গুরুত্ব বা অগ্রাধিকার পাচ্ছে না। শিক্ষার্থীদের অনেক দাবি দীর্ঘদিন ধরে অবাস্তবায়িত। তারা ছাত্রসংগঠনগুলোর কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করলেও তাদের দাবির ব্যাপারে ছাত্র সংগঠনগুলো সরব নয়। এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষার্থী ফাতেমা ইসলাম বলেন, ক্যাম্পাসে আমাদের নানা ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। চাকরির বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রেও নানা বাধা রয়েছে। ক্যাম্পাসের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিও সন্তোষজনক নয়। কিন্তু নির্বাচিত ও সর্বজনীন ছাত্রনেতৃত্ব না থাকায় সেগুলো ঠিকভাবে কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছানো যাচ্ছে না। সঠিক নেতৃত্ব গড়ে উঠছে না। তাই যত দ্রুত ছাত্র সংসদ নির্বাচন হবে সবার জন্য ততটাই মঙ্গল।

ফিরে দেখা ডাকসু

১৯২১ সালে উপমহাদেশের প্রথম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) সৃষ্টি হয়। তখন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের এক টাকা চাঁদা দিয়ে এর সদস্য হতে হতো। এভাবেই যাত্রা শুরু হয় দেশের স্বাধিকার, ভাষার সংগ্রাম ও স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম সূতিকাগার ডাকসুর। মোট ৩৬ বার এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডাকসুর প্রথম ভিপি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে মমতাজ উদ্দিন আহমেদ ও যোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ১৯২৮-২৯ সেশনে ভিপি ও জিএস হিসেবে নির্বাচিত হন এ এম আজহারুল ইসলাম ও এস চক্রবর্তী, ১৯২৯-৩২ সময়কালে রমণী কান্ত ভট্টাচার্য ও কাজী রহমত আলী ও আতাউর রহমান, ১৯৪৭-৪৮ সেশনে অরবিন্দ বোস ও গোলাম আযম, ১৯৫৩-৫৪ সালে এস এ বারী এটি ও জুলমত আলী খান, ফরিদ আহমেদ। এরপর ভিপি ও জিএস নির্বাচিতদের মধ্যে যথাক্রমে রয়েছেন নিরোদ বিহারী নাগ ও আব্দুর রব চৌধুরী, একরামুল হক ও শাহ আলী হোসেন, বদরুল আলম ও মো. ফজলী হোসেন, আবুল হোসেন ও এটিএম মেহেদী, আমিনুল ইসলাম তুলা ও আশরাফ উদ্দিন মকবুল, বেগম জাহানারা আখতার ও অমূল্য কুমার, এস এম রফিকুল হক ও এনায়েতুর রহমান, শ্যামা প্রসাদ ঘোষ ও কে এম ওবায়েদুর রহমান, রাশেদ খান মেনন ও মতিয়া চৌধুরী, বোরহান উদ্দিন ও আসাফুদ্দৌলা, ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী ও শফি আহমেদ, মাহফুজা খানম ও মোরশেদ আলী, তোফায়েল আহমেদ ও নাজিম কামরান চৌধুরী, আসম আব্দুর রব ও আব্দুল কুদ্দুস মাখন।

নির্বাচনের উদ্যোগ হয়, অনুষ্ঠিত হয় না

১৯৯০ সালের ৬ জুনের নির্বাচনের এক বছর পর ১৯৯১ সালের ১২ জুন তখনকার ভিসি অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা ডাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন। তখন ছাত্রনেতারা ছাত্রত্ব ঠিক এবং প্রার্থী হওয়ার জন্য বিশেষ ভর্তির দাবি করে। এ নিয়ে সৃষ্ট সহিংসতায় তখন নির্বাচন ভণ্ডুল হয়ে যায়। ১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে সাবেক ভিসি অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদও ডাকসুর তফসিল ঘোষণা করেন। কিন্তু পরিবেশ না থাকার অভিযোগ এনে সে সময়ে বিরোধী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের বাধার মুখে নির্বাচন স্থগিত হয়ে যায়। একইভাবে ১৯৯৫ সালেও ডাকসুর তফসিল ঘোষণা করা হয়। তবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৯৬ সালে অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী ভিসির দায়িত্ব নেয়ার পর একাধিকবার ডাকসু নির্বাচনের সময়সীমার কথা জানান। কিন্তু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণায় ব্যর্থ হন। ১৯৯৭ সালে বঙ্গবন্ধু হলে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে ছাত্রদল নেতা আরিফ হোসেন তাজ খুন হন। ঐ ঘটনা তদন্তে গঠিত তদন্ত কমিটি ১৯৯৮ সালের ২৩ মে রিপোর্ট দেয়। রিপোর্টে তখনকার মেয়াদোত্তীর্ণ ডাকসু ভেঙে দেয়া এবং পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সুপারিশ করে। সে অনুযায়ী ২৭ মে সিন্ডিকেট সভায় ডাকসু ভেঙে দেয়া হয়। এরপরও অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী দু বার নির্বাচনের উদ্যোগ নেন। কিন্তু তৎকালীন বিরোধী ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলসহ অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের অসহযোগিতার কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি বলে ভিসির অভিযোগ রয়েছে। সে সময় ডাকসুর জন্য গঠিত নতুন (সংশোধিত) গঠনতন্ত্রে ডাকসু ভাঙার চার মাসের মধ্যে পুনরায় নির্বাচনের কথা বলা হলেও এখন পর্যন্ত ডাকসুর তফসিল ঘোষণা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ এবং হল সংসদ নির্বাচনের স্বপ্ন ছাত্রদের অধরাই থেকে গেছে।

২০০৫ সালের মে মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার ভিসি অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ডাকসু নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। ভিসির ওই ঘোষণার পর ছাত্র সংগঠনগুলো নড়েচড়ে বসে। ছাত্রদল ডাকসু নির্বাচনের দাবিতে একাধিকবার মিছিল সমাবেশ এবং ভিসির কাছে স্মারকলিপিও দেয়। তবে বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলো এগিয়ে আসেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পরও ডাকসু নির্বাচনের জোর দাবি ওঠে। এ নিয়ে আদালত পর্যন্ত দাবি গড়ায়। শিক্ষার্থীরা পৃথক মঞ্চ করে আন্দোলনও গড়ে তোলে। বিভিন্ন সময় ভিসি তার বক্তব্যেও উল্লেখ করেছেন, নির্বাচন আয়োজনের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতার অভাব নেই। কিন্তু নির্বাচন আর অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। সর্বশেষ ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটি গঠন হওয়ার পর গত বছর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কমিটিও ভিসির কাছে ডাকসু নির্বাচনসহ ১৯ দফা দাবি জানিয়েছে। এ প্রসঙ্গে ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আবিদ আল হাসান বলেন, আমরা ডাকসু নির্বাচন চাই। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকেই এটি আয়োজন করতে হবে। প্রশাসন আয়োজন করলে আমরা অংশগ্রহণ করব।